

মাহমুদ শাহ্ কোরেশী

ফ্রান্সে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমাদর

ACTIVITIES OF THE FRENCH  
SUPPORT COMMITTEE FOR  
GONOSHASTHAYA KENDRA :  
1972-2007

BY MAHMUD SHAH QURESHI

Followed by AN OPEN LETTER from  
LUCIEN BIGEAULT



অন্দ্রে মালরো ইনস্টিটিউট অব কালচার

মাহমুদ শাহ কোরেশী

ফ্রান্সে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমাদর

ACTIVITIES OF THE FRENCH  
SUPPORT COMMITTEE FOR  
GONOSHASTHAYA KENDRA :  
1972-2007

By MAHMUD SHAH QURESHI

Followed by AN OPEN LETTER from  
LUCIEN BIGEAULT

অঁদ্রে মাল্‌রো ইনস্টিটিউট অব কালচার

ফ্রান্সে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমাদর

ACTIVITIES OF THE FRENCH  
SUPPORT COMMITTEE FOR  
GONOSHASTHAYA KENDRA  
1972-2007

ACTIVITIES OF THE FRENCH  
SUPPORT COMMITTEE FOR  
GONOSHASTHAYA KENDRA  
1972-2007

ফ্রান্সে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমাদর

অন্দ্রে মালরো ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর পক্ষে সৈয়দা কমর জাবীন কর্তৃক  
৬০/২ উত্তর ধানমন্ডি, কলারাগান, ঢাকা-১২০৫ থেকে প্রকাশিত ও গণমুদ্রণ লিমিটেড,  
মির্জানগর, সাভার থেকে মুদ্রিত।

© অন্দ্রে মালরো ইনস্টিটিউট অব কালচার

প্রথম প্রকাশ : মে দিবস, ২০০৯

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ডলার : ২ ইউরো : ৩

ACTIVITIES OF THE FRENCH SUPPORT COMMITTEE FOR  
GONOSHASTHAYA KENDRA : 1972-2007

Published by Syeda Quamar Jabeen on behalf of the André Malraux Institute of  
Culture, 60/2 North Dhanmondi, Kolabagan, Dhaka-1205, Bangladesh.

E-mail : amic.bangladesh@yahoo.com

May Day, 2009

Price : Taka 50.00 only

USS : 2 Euro : 3

ফ্রান্সে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমাদর

গণমানুষের সর্বাঙ্গীন সমুন্নতির প্রয়াসে নিবেদিতপ্রাণ অক্লান্ত-  
কর্মীর ভূমিকায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব  
সমন্বয়ক ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী এবং তাঁর অনুজপ্রতিম  
সহকর্মী গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাবেক নির্বাহী পরিচালক এবং  
গণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য অবসরগ্রহণকারী অধ্যাপক ও  
উপাচার্য ডাঃ আবুল কাসেম চৌধুরী যে আদর্শ স্থাপন করে  
গেছেন তারই স্বীকৃতির সামান্য নিদর্শন এই পুস্তিকায়  
উপস্থাপনের প্রয়াস পেলাম; এফ্রণে সহকর্মীদের সঙ্গে আমি  
তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও উপযুক্ত কর্মমুখর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শেখ মুজিবুর রহমান

এপ্রিল ৩০, ২০০৯

## ফ্রান্সে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমাদর

শুরু করা যেতে পারে সৌভাগ্যের কথা দিয়ে। আর তা হল এই যে, আমরা ভূইফোড় জাতি নই। অনেক অঙ্গনে ঐতিহ্যবাহী ধারাসূত্র আমাদের বিদ্যমান। শেকড়ের সন্ধান লাভ আমাদের যখন সম্ভব হয়, তখন সেই শেকড়েরই সূত্রে এগিয়ে যাওয়া উত্তম। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র তার পঁয়ত্রিশ বছরের অস্তিত্বে দরিদ্র জনগণের স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যখন তৃতীয় বিশ্বের একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠানরূপে সমগ্র মানবজাতির কাছে পরিচিত হয়ে পড়েছে, তখন তার পশ্চাতের পটভূমিরূপে ভারতের আগরতলায় 'বাংলাদেশ হাসপাতাল' নামে এক ফিল্ড হাসপিটালের প্রতিষ্ঠার কথা এবং গোড়ার দিকের ছয়জন চিকিৎসাবিদ ও জনা দশক সহযোগীর স্বার্থত্যাগের কথা স্মরণ করতেই হয়। ১৯৭২ সালে তাঁদের একজন, ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ফ্রান্সে গিয়ে কিংবদন্তী-স্বরূপ বিশ্বনন্দিত সমাজকর্মী আবে পিয়ের-এর কাছ থেকে প্রার্থিত সাহায্য গ্রহণ করতে গিয়ে শুনলেন একটু নতুন সুরের কথা :

‘বিশ্বাস করে আপনাকে আমি আমাদের গরিবের অর্থ বাংলাদেশের গরিবদের জন্য অর্পণ করলাম। সব সময় নিশ্চিত থাকবেন কেবলমাত্র ওরাই যেন এর ফল ভোগ করে।’<sup>১</sup>

এর এক বছর আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আমন্ত্রণক্রমে আবে পিয়ের গিয়েছিলেন কলকাতার আশেপাশে বাংলাদেশের অগুণতি শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে। দুর্দশাগ্রস্ত মানবতার চরম নমুনা তাঁর দেখা হয়েছে সেবার। তখন তাঁর বয়স ষাট। পঁচিশ বছর পর, ১৯৯৭ সালের পঁচিশে নভেম্বর এক পত্রে তিনি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ফরাশি বন্ধুদের ‘মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার চিরন্তন রূপ সফল হতে দেখে’ গভীর আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। সম্প্রতি প্রয়াত এই মহানুভব ব্যক্তিটির স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা ফ্রান্সে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমাদর সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করছি।<sup>২</sup>

মুক্তিযুদ্ধে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাথমিক কর্মীদের কার্যকলাপ পর্যায়ক্রমে ফরাশি নাগরিকদের অশেষ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি অর্জন করে।

বলাবাহুল্য, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা মন্ত্রের উদগাতারূপে ফরাশিদের জাতিগত গর্ব ও অন্যদের প্রতি অনুকম্পাবোধ চিরজাগরুক। এই বোধ থেকে ১৯৭২ সালের শেষের দিক থেকে এক অনুপম দায়িত্ববোধে উদ্দীপ্ত ক'জন ফরাশি নাগরিক গড়ে তুললেন একটি সহায়ক সমিতি। বর্তমানে যার নাম ফরাশি সহায়ক সমিতি বা FRENCH SUPPORT COMMITTEE (FSC)। উল্লেখ্য যে, ভাষাগত সমস্যা এড়িয়ে সংক্ষেপে 'জিকে' বা 'সঁত্র দ্য সাভার' উচ্চারণে তাঁরা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র বুঝে থাকেন। সংগঠনের শুরু থেকে 'জিকে'র আর্থিক আত্মনির্ভরতার লক্ষ্য যেমন তাঁদের প্রশংসা অর্জন করে, তেমনি ক্রমাগত অতি জরুরি কার্যকলাপের বহর বেড়ে যাওয়ায় বহির্বিশ্বের সাহায্য-সহযোগিতার দিকটিও তাঁদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের অর্থনীতি বিশেষ করে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ ও সমকালের বন্যা, মহামারী, সন্ত্রাস এবং তৎসহ দুর্নীতি, প্রতারণা, ভারতীয় সীমান্তে কালোবাজারীর প্রসারের ফলে খুবই নাজুক অবস্থায় ছিল আমাদের বহু সাধনার ও সংগ্রামের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফরাশি নাগরিকদের একটি ছোট দল গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে তথা বাংলাদেশকে শুধু যে তুলে ধরলো তাই নয়, বলতে গেলে একেবারে আপন করে নিল। বছরের পর বছর ধরে সর্ববিধ মঙ্গল কামনায় তৎপর থাকল।

ফ্রান্সের সঙ্গে তিন দশকের বেশি সময়ের এই সৌহার্দ্যের ইতিবৃত্ত আমরা একটু সংক্ষিপ্তভাবে পরিবেশন করতে পারি। প্রথমত, এ ব্যাপারে আমরা উল্লেখ করবো তিনটি মানুষের অবদানকে। কেননা নানাভাবে এই প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সেদিন যঁরা নিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন : আবে পিয়ের, ল্যুসিয়্যা বিগো এবং বের্নার জারুস।

সন্তসদৃশ মহামানব আবে পিয়ের একাত্তর সালে শরণার্থী শিবির দেখে বিচলিতচিহ্নে ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা দিয়ে যুদ্ধরত বাংলাদেশের অবস্থা বোঝালেন। ফ্রান্সের সরকার তখন তাঁদের অস্ত্রক্রোতা পাকিস্তানের পক্ষে। আবে পিয়ের এমাউস শীর্ষক তাঁর দলের সদস্যদের নির্দেশ দিলেন যে, ফ্রান্সের ৩৪,০০০ মেয়রদের উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করতে, যাতে তাঁরা ত্রাণকার্যে এগিয়ে আসেন।<sup>১</sup> এভাবে এমাউস

যে অর্থ সংগ্রহ করেছিল তা প্রত্যক্ষভাবে শরণার্থী শিবিরের কাজে এলো না খুব বেশি। কেননা ইতোমধ্যে যুদ্ধ লেগে গেল এবং ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানীরা পরাজয় মেনে নিল। শরণার্থীরা দ্রুত দেশে ফিরে গেল। এ সময়ে আবে পিয়ের-এর একটা বক্তৃতায় দুর্দশাগ্রস্ত মানবতার কাহিনী শুনে ল্যুসিয়্যা বিগো উদ্বুদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি সেই একাত্তরের বড়দিনের শুভ মুহূর্তগুলোকে কাজে লাগিয়ে প্যারিসের কাছাকাছি বায়ঁনো'র গির্জার আশেপাশে দাঁড়িয়ে অর্থ সংগ্রহ করে এমাউসের কাছে হস্তান্তর করলেন। তারও আগে ১৯৭২ সালের মার্চে স্থানীয় মেয়র এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে রাজপথ ও শপিং মল এলাকা থেকে চাঁদা সংগ্রহের প্রয়াস পান।

বাংলাদেশের স্কুল ছাত্রদের জন্য গুঁড়ো দুধ পাঠানোর উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত অর্থ দেওয়া হয়েছিল এমাউসকে। তাছাড়া ল্যুসিয়্যা দলত্যাগী পাকিস্তান দূতাবাসের এক কর্মী, যিনি সাময়িকভাবে বাংলাদেশ প্রতিনিধিরূপে কাজ করছিলেন, তাঁকে বায়ঁনোতে দাওয়াত করলেন। তিনি গেলেন, সঙ্গে দু'জন বাংলাদেশী। এঁদের একজন ছিলেন প্রকৌশলী, যিনি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সহপাঠী বন্ধু। সত্বর দেশে ফিরে তিনি ল্যুসিয়্যার ঠিকানাটি দেন ডা. চৌধুরীর হাতে। অল্পদিন পর, ১৯৭২ সালের আগস্টে ল্যুসিয়্যার কাছে ডা. চৌধুরী গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রকল্পটিসহ এক পত্র প্রেরণ করেন সাহায্য লাভের প্রত্যাশায়। জবাবে ল্যুসিয়্যা জানান, প্রকল্পটি তাঁকে খুবই উৎসাহিত করেছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর কাছে এমন কোন তহবিল নেই, যা তিনি দিতে পারেন। তবে তিনি আশ্বস্ত করলেন যে, তিনি এ ব্যাপারে খোঁজখবর করবেন। এদিকে ডা. চৌধুরী ঠিক করলেন - সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপ সফরে গিয়ে যঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন। ল্যুসিয়্যাও ভেবে রাখলেন যে, তাঁকে তিনি আবে পিয়ের-এর কাছে নিয়ে যাবেন। হল্যান্ড, ইংল্যান্ড ঘুরে দু'জন ডাচ স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ১৯৭২ সালের মধ্য সেপ্টেম্বরে হাজির হলেন ল্যুসিয়্যার বায়ঁনোর বাসভবনে। একই সন্ধ্যায় তাঁরা শার্ত্তোর একটি পুরনো ধর্মমন্দিরে এসে উপনীত হলেন। আবে পিয়ের তখন সেখানে অবস্থান করছিলেন। ডা. জাফরুল্লাহকে অনেক জেরা করে তিনি জানতে চাইলেন প্রকল্পের খুঁটিনাটি সব তথ্য। পরদিন তাঁর এমাউস প্রতিষ্ঠানের

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় বিষয়টি উত্থাপন করে তাঁর মতামত জানাবেন বললেন। যথারীতি আবে পিয়ের-এর প্রস্তাব পাশ হল। তিনি ডা. চৌধুরীকে যা বলার তা আমরা এই প্রতিবেদনের শুরুতেই উদ্ধৃত করেছি। তাছাড়া ক'দিন পর তিনি বিলাতে অল্পফামকে ফোন করে জানালেন যে, ওরা যেহেতু সাভারের স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রকল্পে সহায়তা দানে উদ্যোগী, তাই এর অংশীদারিত্বে এমাউসও থাকবে। এভাবে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয় তাঁবু খাটানো চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালের প্রাথমিক ইমারত।

১২ ডিসেম্বর, ১৯৭২ ল্যুসিয়্যা বিগো গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র সহায়ক সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন। অন্যপক্ষে এমাউসের উদ্যোগে গঠিত হল শহর যমজিকরণ সমিতি (টাউন টুইনিং কমিটি/কমিতে দ্য জুমলাজ)। সেবারের বড়দিনের ছুটিতে একটি বেশ বড় দল বিমান ভাড়া করে তাঁরা বাংলাদেশে সাহায্য-সহযোগিতার হস্ত প্রসারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। সম্ভবত যেভাবে ল্যুসিয়্যার নিজস্ব এলাকা বায়নো'র সঙ্গে সাভারের যমজিকরণ স্থাপিত হয়েছিল তেমন বর্দোর সাথে হয়েছিল চট্টগ্রামের (বর্তমান প্রতিবেদক চট্টগ্রাম-বর্দো যমজিকরণ সমিতির একজন সদস্য ছিলেন তখন)। তাঁদের এক মহিলা সদস্য যে হাসপাতালে তিনি কর্মরত ছিলেন সেখান থেকে ২০০ কেজি ওষুধ সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন। ল্যুসিয়্যার সমিতির পক্ষ থেকে সাভারে এটি ছিল প্রথম প্রত্যক্ষ সাহায্য। আবে পিয়েরও একই সঙ্গে ঢাকা এসেছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। কয়েক বছর পর, ১৯৭৬ সালে ফরাশি যমজিকরণের উদ্যোক্তারা লক্ষ্য করলেন যে, তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। কেননা, তাঁদের সংগৃহীত অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য-সামগ্রীর সিংহভাগই বাংলাদেশের ধনী বা সচ্ছল ব্যক্তিদের সেবায় ব্যয়িত হচ্ছে। তখন তাঁরা সমিতির কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করলেন। অতঃপর ল্যুসিয়্যার সমিতিই একক প্রতিষ্ঠান রয়ে গেল, যা অব্যাহত রাখল তাঁদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ। এ বিষয়ে ল্যুসিয়্যার সর্বশেষ অভিমত :

'This was the start of an incredible story and it changed our lives completely' [ এ হল এক অবিশ্বাস্য কাহিনীর শুরু। আর এতে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল আমাদের জীবন! ]

বস্তুত পরিবর্তনের শুরু হতে থাকল রকমফের বাস্তবমুখী মানবিক দৃষ্টিকোণের তাগিদে। ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম, নিঃস্বদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ ইত্যাকার কর্মযজ্ঞে ফরাশি সহায়ক সমিতি তৎপর থাকল বিগত তিনটি দশকের বেশি সময়। ল্যুসিয়্যার সদানন্দ সফল নেতৃত্ব, বোর্নার ও অন্যান্যদের সক্রিয় সহযোগিতা, প্রফেসর মিনোকোভস্কির প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশনা, সব মিলিয়ে ফরাশি সহায়ক সমিতি এমন একটি আন্তরিক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করল, যা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মী ও পরিচালকবৃন্দের জন্য খুবই সহায়ক হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। প্রথমদিকে পত্র যোগাযোগ ও কখনো কখনো পরোক্ষ-প্রতিনিধি প্রেরণে চলতো দু'পক্ষের তথ্য সরবরাহ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ১৯৭৭ সালের ৯ই জানুয়ারি তারিখে এক পত্রে জানালেন যে, আগের দিন বিখ্যাত ফরাশি দৈনিক ল মোঁদ-এর সাংবাদিক জেরার ভিরাতেল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, দিল্লীর অফিস থেকে তিনি ১৯৭১ সালে প্রায়ই কলকাতা ও সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করতেন এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর যেমন আগ্রহ ছিল, তেমনি ছিল সহানুভূতি। সে সময়ে আমার সঙ্গে তাঁর ৭/৮ বার সাক্ষাত ঘটেছিল কলকাতা ও দিল্লীতে। অভিমানের সঙ্গে উপসংহারে তিনি লিখেছেন, 'তোমরা যদি আমাদের দেখতে না আস, তাহলে এরপর আমি আর চিঠিই লিখবো না।' সেই নভেম্বরে ল্যুসিয়্যা ও বোর্নার প্রথমবারের মতো সাভারে এলেন। এর আগে তাঁরা জার্মান ACTION MEDEOR = 10 কর্তৃক প্রেরিত ওষুধপত্রের একটা চালানোর উদ্ধৃত মূল্য ২,২০০ ডয়েস মার্ক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এভাবে ঘটনার পর ঘটনা আবর্তিত হলে আমরা এসে পড়ি আশির দশকে। এ দশক জাতির ইতিহাসে যেমন তেমনি বহির্বিপ্লবেও বহু বিচিত্র, অভাবিতপূর্ব ঘটনার সূত্রপাত ঘটায়। বাংলাদেশে ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে সামরিক আইন জারি করা হয় এবং জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। সে বছর জানুয়ারিতে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র সাভারে আয়োজন করল উত্তর-দক্ষিণ প্রযুক্তি ট্রান্সফার শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের। এতে অন্যান্যদের মধ্যে প্রফেসর আলেকসান্দ্র মিনোকোভস্কি যোগদান করেছিলেন। দু'বছর পর ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী

গেলেন প্যারিসে। সেখানে দশ বছর পর আবে পিয়ের-এর সঙ্গে আবার সাক্ষাত হলো তাঁর। ১৮ই জুন, ১৯৮২ সালে বাংলাদেশে নতুন ওষুধনীতি ঘোষিত হলে প্রফেসর ড. মিনকোভস্কি সহ অনেকে অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করলেন এই সাহসী পদক্ষেপের জন্য - যা তাঁদের ভাষায়, সম্পূর্ণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতির অনুসারী এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ।

সে সময়ে দেখা যায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র একটি ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল এবং সেজন্য ১৮-২০ এপ্রিল, ১৯৮৩ সালে ফ্রান্সের সাবর এলাকায় সিদেসকো শীর্ষক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ইউরোপের গ্রামীণ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কর্মশিবিরের আয়োজন করে।

১৯৮৪ সালের আগস্ট মাসে ঘটল একটি দুর্ঘটনা। বহুজাতিক ওষুধ নির্মাতাদের ষড়যন্ত্রে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ওষুধ নির্মাণ গবেষণাগার তথা গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস লিমিটেড (জিপিএল) মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়। ২৪ তারিখে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর টেলিগ্রাম পেয়ে ল্যুসিয়্যা ও বের্নার এক তারবার্তায় সহানুভূতি প্রকাশ করে তাঁদের সংগ্রামের গুরুত্বকে তুলে ধরেন এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং জিপিএল কর্মীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে জাফরুল্লাহ চৌধুরী সাহেব সমবেদনা ও একাত্তরবোধ প্রকাশের জন্য ল্যুসিয়্যা-এর কাছে নিজ হাতে লেখা এক চিঠিতে সন্তোষ জ্ঞাপন করেন। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশে এক বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় হয়ে গেল। তখন সোনাগাজী উপজেলার উপদ্রুত জনগণের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ উপলক্ষে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে আর্থিক অনুদান প্রদান করেন ফরাশি সহায়ক সমিতি।

১৯৮৬ সালের ১৪ মার্চ ল্যুসিয়্যা এক দীর্ঘপত্রে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিবিধ সমস্যা ও তাঁর সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন। ইত্যবসরে সহায়ক সমিতির কর্মতৎপরতায় ফরাশি সরকারের পক্ষ থেকে একটি অধ্যয়ন বৃত্তির ব্যবস্থা হয়। আমরা ১৯৮৭ সালের শীত ঋতুতে ভ্যাকসিন ল্যাবরেটরির রোকোয়া পারভীন নীলুকে এই বৃত্তি লাভ করে ফ্রান্সে অধ্যয়নরত দেখি। সহায়ক সমিতির এক পুনর্মিলনী সভায় নীলু, ফিজু চক্রবর্তী ও ডা. নাজিমকে তাঁদের ফরাশি বন্ধুদের সঙ্গে বের্নার জারকসের বাড়িতে দেখি। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন জিজেল ব্রিয়লে

- যিনি ১৯৭৬ সালে সাভারে সেবিকার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তাছাড়া ছিলেন বের্নার উরুস ও মনিক সেলিম - যারা যৌথভাবে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপর ফরাশি ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। উক্ত সভায় নীলুর স্বহস্তে রান্না করা বাঙালি ব্যঞ্জন ভোজন রসিক ফরাশিদের রসনা তৃপ্ত করেছিলো বলেও জানা যায়।

নব্বই দশকের সূত্রপাতে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যেমন, তেমনি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপর দিয়েও বয়ে গেছে অনেক ঝড়-ঝাপটা। তবে অচিরে একটি বড় ধরনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও এলো গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য। ১৯৯২ সালে অর্জিত হলো দা রাইট লাইভলিহুড এওয়ার্ড শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মাননা। ফরাশি সহায়ক সমিতি এজন্য একটি সুচিন্তিত বার্তা পাঠালেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ডা. কাসেম চৌধুরী, রেজিয়া এবং অন্যান্য গণস্বাস্থ্য কর্মীদের উদ্দেশ্যে। এতে তাঁরা তাঁদের জানান উষ্ণতম অভিনন্দন। কেননা তাঁরা তা পাওয়ার উপযুক্ত এবং তাঁরা এমন এক জীবনাদর্শের প্রতিনিধি, যাতে ফরাশি সদস্যরাও আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। পত্রটিতে ২৭ জন সদস্যের নাম উল্লেখিত হয়েছে : ল্যুসিয়্যা, মনিক, বের্নার, জন, ক্লোদ, বিরের, দামানিক, মার্ক, বের্নাদেৎ, দানিয়েল, আলেকসদর, আন, তোতো, শার্ল, ইগনাস, ফ্রঁসোয়াজ, বের্নার, মনিক, জেরার, গাঁ, জাকলিন, ঈভ, মনিক, অর্বি, শার্ল, ঈভ, ক্রিস্তিন এবং আরো অনেকে - যারা তাঁদের কর্মশক্তি, চিন্তাধারা, সময়, অর্থ দিয়ে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সঙ্গে ফরাশি সহায়ক সমিতির বিশ বছরের কঠোর পরিশ্রম, উৎসাহ, সংকল্প ও সংগ্রাম নিয়ে বাংলাদেশের গরিব, অসুস্থ, দুর্গত, পুষ্টিহীন শিশু, নিগূহীত নারী, ভূমিহীন অশিক্ষিত কৃষকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং এনে দিয়েছে কাজ, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আত্মবিশ্বাস, স্বাধীনতা, মর্যাদাবোধ।

ফ্রান্স এবং পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা, কিছু অর্থ সংগ্রহ যা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিবিধ কর্মকাণ্ডে অনুদানরূপে ব্যবহৃত হয় এবং তদতিরিক্ত গণপাঠশালার প্রোগ্রামে সহায়ক সমিতির অংশগ্রহণ নিশ্চিত থাকে। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফরাশি সহায়ক সমিতির একটি দল সাভারে আসেন। সরেজমিনে কার্যকলাপ পরিদর্শন ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বন্ধুদের উৎসাহ প্রদান করা ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। ল্যুসিয়্যা ও তাঁর স্ত্রী মনিকের ছবি আমরা

দেখেছি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ডা. কাসেম চৌধুরী, শফিক খান, ডা. মোরশেদ, অজ্ঞাতনামা একজন এবং সালেহা (সাবেক ড্রাইভার, বর্তমানে ইউএনডিপি'র গাড়িচালক) প্রমুখের সঙ্গে।

১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে ডা. জাফরুল্লাহ বিদেশ সফরে গিয়ে ফরাশি সহায়ক সমিতির বন্ধুদের সঙ্গে একত্র হলেন প্যারিসে। একটি আলোকচিত্রে আমরা তাঁকে দেখি ল্যুসিয়্যা, শার্ল, জানিন, জাকলিন, ফ্রঁসোয়াজ ও বের্নার-এর সঙ্গে। সম্ভবত তাঁরা রাতে নৈশভোজের পর মৌপারনাসের ল'কপল রেস্টোরাঁর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছবিটি তুলেছিলেন। সেই ছবিটির নিচে তারিখ লেখা রয়েছে ২৮শে মার্চ। এই ছবিতে জাফরুল্লাহ দম্পতি এবং দুই ফরাশি মানিকজোড় ল্যুসিয়্যা এবং বের্নারও উপস্থিত আছেন। এটি তোলা হয়েছে এস্‌তভিলে। উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি আবে পিয়ের এখানেই সমাধিস্থ হন।

১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে আমরা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী শিরীন হককে শিশুপুত্র বারিশ সহ স্যাঁ-মাথুর্য্যার সহায়ক সমিতির সদস্যবর্গের সঙ্গে এক উৎসবমুখর পরিবেশে দেখতে পাই। উল্লেখ্য যে, এখানে বের্নার অনুপস্থিত থাকলেও ল্যুসিয়্যা ও তাঁর স্ত্রী মনিক ছিলেন। এক বছর এক মাস পর আমরা এই ফরাশি সহায়ক সমিতির সদস্যদের গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ২৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেখতে পাই দুটি ছবিতে। প্রথম ছবিতে দেখি ল্যুসিয়্যা, অধ্যাপক মিনকোভস্কি, ডা. কাসেম চৌধুরী এবং ওয়ান ওয়ার্ল্ড এ্যাকশন-এর প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকাণ্ডের অন্যতম অংশীদার এ্যাক্স রাদারফোর্ড, অন্যটিতে দেখা যায় ল্যুসিয়্যা, নীলু, কানন (ডা. কাসেম চৌধুরীর স্ত্রী) ও শাহিদা (গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কৃষিতত্ত্ববিদ)। তারিখ উল্লেখিত হয়েছে ২৯শে নভেম্বর, ১৯৯৭।

১৯৯৭ সালে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ২৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমরা পাই একটি মূল্যবান দলিল। আবে পিয়ের ২৭শে নভেম্বর এক খোলা চিঠি লেখেন ইংরেজিতে - যা অনুবাদের উর্ধ্বে বলে মনে হয়েছে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্মীবৃন্দ এবং ফরাশি সহায়ক সমিতির সদস্যবৃন্দ যে অনন্য সাধারণ একাগ্রতা ও নিষ্ঠায় বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী কর্মকাণ্ডের নজির রেখেছেন, তাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন :

"In my daily Prayer I keep you all, French and Bangladeshis, deep in my loving heart. That the mystery of

the Eternal Love from which, in spite of all our differences, we do know that our will of Love is coming, be in you all, keeping you full of courage and joy."

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অগ্রগতি আর জয়যাত্রায় আবে পিয়ের-এর আশীর্বাদ অবশ্যই কার্যকর হয়েছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। তৃতীয় সহস্রাব্দ শুরু হল নতুন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আগ্রাসন ও সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্বমানবতার পরিস্থিতি নাজুক ও জটিল করে তুলল। ফরাশিদের আর্থিক সাহায্যের ক্ষমতা বহুধা বিস্তৃত হল। বাংলাদেশের প্রয়োজনও কিছুটা কমে এলো। অন্তত তাই ফরাশি বন্ধুদের ধারণা। পরবর্তীতে তাঁরা কিছু সময় সাংবাৎসরিক সাভার সফর এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শনে তাঁদের কর্মসূচি সীমায়িত করে রাখলেন। তবে একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে ১২ই মে, ২০০১ সালে আমরা ফ্রান্স থেকে লাভ করি এক ভিন্মাত্রার স্বীকৃতি।

অবিস্মরণীয় এইসব ঘটনাবলী বাংলাদেশে খুব ব্যাপক প্রচার পেয়েছিল কিনা জানি না। ২০০১ সালে প্যারিসের সন্নিকট স্যাঁ-মাথুর্য্যার মেয়র কর্তৃক সজীব ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর উপস্থিতিতে নামকরণ হয়েছে নতুন রাস্তার - ব্ল্যু দ্য সাভার তথা সাভার সড়ক। সেখানে স্থাপিত হয়েছে আমাদের জাতীয় স্মৃতিসৌধের একটি রেপ্লিকা। সেই ২০০১ সালে ফরাশি বন্ধুরা যখন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করতে এলেন, তখন দেখা যাচ্ছে ল্যুসিয়্যা পত্নী মনিক সাভারস্থ গণকাঠকারখানার মহিলা কর্মীদের সঙ্গে স্বয়ং কার্পেন্ট্রির দীক্ষা গ্রহণ করছেন। ফরাশি সহায়ক সমিতির সদস্যরা ২০০১ সালে সাভারে যে আন্তর্জাতিক পাবলিক হেলথ এসেম্বলি (পিএইচএ) হয়েছিল, তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অতি সম্প্রতিকাল পর্যন্ত বান্দরবান (থানচি), গাইবান্ধা, রংপুর, সিরাজগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত উপজাতীয় ও উপকূলীয় গণপাঠশালা পরিদর্শন করে গেছেন। অন্যপক্ষে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কয়েকজন কর্মকর্তা যেমন: সাইফুল ইসলাম শিশির, গোলাম মোস্তফা দুলাল প্রমুখ সম্প্রতি ফ্রান্স সফর করে তাঁদের সুদীর্ঘকালের সম্পর্ক অব্যাহত রাখার প্রয়াস পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

উপসংহারে FSC/GK-এর সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসের একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা যেতে পারে। আমরা অবগত হয়েছি যে, ১৯৭৬ সাল অর্থাৎ শুরু থেকে গণপাঠশালার খরচপত্রের জন্য FSC পূর্ণাঙ্গ আর্থিক



সহযোগিতা দিয়ে আসছিল। এক্ষণে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৯৮টি, চরাঞ্চলে ৬৮টি, দ্বীপমালা ও দক্ষিণ উপকূলে ৭টি সহ বন্যাদুর্গত এলাকায় ১৪টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে আসছে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মূলমন্ত্র - 'শিক্ষাই জনগণকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে' গ্রহণ করে এসব স্কুলের মাধ্যমে নারীসাম্য ও উন্নত জীবনধারণের দীক্ষা শিক্ষার্থীরা পেয়ে থাকে। সব মিলিয়ে প্রায় আড়াইশো ছাত্রের আবাসনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

একটি অতি প্রয়োজনীয় - পার্বত্য এলাকায় খাদ্যশস্য সংরক্ষণ প্রকল্পেও তাঁরা ব্যাপকভাবে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন। ২০০৬ সাল অবধি বান্দরবান ও রুমায় ৮৮টি গ্রামের ও ২৮টি পরিবারের প্রকল্পাধীন ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রায় ১৬৯১টি চাবাদে তথা গোলাঘর প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থসংস্থানের আয়োজন করেছেন ফরাশি সহায়ক সমিতি।

তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের এবং মাহাতো গণপাঠশালার ৪০ জন শিক্ষকের বেতন দেবার ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন। ২০০৭ ও ২০০৮ সাল অবধি যাতে উপযুক্ত মানের শিক্ষাদান সম্ভব হয়, তার ব্যবস্থা তাঁরা করে রেখেছেন। একই সময়-পরিধিতে প্রবীণ হিতৈষী, প্রসূতি মায়ের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণেও তাঁরা অর্থ প্রদানের সংকল্প দেখিয়েছেন। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের লক্ষ্যে নলকূপের সঙ্গে যে ক্লোজড সার্কুল ওয়াটার ফিল্টার সংযোজনের উদ্দেশ্যে তৈরি করছেন, তাতেও তাঁরা সহায়ক ভূমিকা রাখছেন। কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় ২০০৭ সাল থেকে ৫ বছরের জন্য ১৫টি চর গণপাঠশালা নির্মাণ এবং পরিচালনার ব্যয়ভার নির্বাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ফরাশি সহায়ক সমিতি।

ফ্রান্সের শের অঞ্চলের সঙ্গে মাহাতো গণপাঠশালার সাংস্কৃতিক বিনিময় ইতোমধ্যে নিশ্চিত হয়েছে। শের থেকে একদল ছেলেমেয়ে কিছুকাল পূর্বে মাহাতো পল্লী সফর করে গেছেন এবং পরবর্তীতে নিয়মিত ছবি ও কার্ড আদান-প্রদান চলছে তাদের মধ্যে। সহায়ক সমিতির উদ্যোগে প্যারিস থেকে জয় ব্যানার্জী এসে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করে বিষয়টি বৃহত্তর পরিমণ্ডলে জ্ঞাত করাবার ব্যবস্থা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ষাটের দশকে প্যারিস প্রবাসকালে জয় ব্যানার্জীর পশ্চিমবঙ্গীয় বাবা-মার সাথে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল।

সর্বশেষ তথ্য হলো, ১৯৭২ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রায় একক প্রয়াসে এক অসামান্য ব্যতিক্রমী সংগঠন গড়ে ল্যুসিয়্যা বিগো সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন এবং জাক ল্যাজ্যন্ বর্তমানে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সুখের বিষয়, নতুন কমিটিও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সমর্থন করছেন এবং সাহায্য-সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে রাখবেন - এই প্রতিশ্রুতির কথা প্রকাশ করেছেন। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ফরাশি সহায়ক সমিতির দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব অমর হোক - এই কামনা করে প্রতিবেদনটির উপসংহার টানা হলো।

[ ১৯৯৮ সালের শীত মওসুমে ল্যুসিয়্যা বিগো ও বের্নার জারফস সাভারে এলে প্রতিবেদকের সঙ্গে সাক্ষাত হয়, যা পরবর্তীতে সখ্যতায় রূপান্তর ঘটে। ফরাশি সহায়ক সমিতির বুলেটিন, সম্প্রতি ল্যুসিয়্যার কাছ থেকে প্রাপ্ত তিনটি ই-মেইল ও পঁচিশটি ছবি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রায় সমস্ত কর্মকাণ্ডের উপর আলোকপাত করে। তাছাড়া গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের শিক্ষা কার্যক্রমের পরিচালক জনাব গোলাম মোস্তফা দুলাল সাহেবের সরবরাহকৃত তথ্যাদিও উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কিছু ভুলত্রুটি থাকলে তার জন্য একমাত্র লেখকই দায়ী। বলাবাহুল্য, বিষয়টি সময়ের পরিশ্রেক্ষিতে আরও বড় ধরনের গবেষণা কর্মের অংশ হতে পারে, বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের নিবিড় বন্ধুত্বের সবল ও দুর্বল দিকগুলোও এতে চিহ্নিত হতে পারে। ]

#### তথ্যসূত্র :

১. উদ্ধৃতির অনুবাদ মূল ফরাশি থেকে : cf. *Viva*, Paris, Dec. 2006, P. 24.
২. আবে পিয়ের অর্থাৎ ফাদার পিয়ের। আসল নাম অঁরি-আন্তোয়ান গ্রুঁ (Henri-Antoine Groues)। জন্ম : ৫ অগস্ট ১৯১২, লিওঁ, ফ্রান্স। মৃত্যু : জানুয়ারি ২০০৭। মানবতাবাদী এই ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পড়ুন, বজলুর রহিমের প্রবন্ধ 'মাসিক গণস্বাস্থ্য' পত্রিকার ২৫ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ২০০৭ সংখ্যা।
৩. এমাউস কী - এটা আমাদের জানা উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের জানা ছিল না। আমার প্রশ্নের জবাবে ল্যুসিয়্যা বিগো ১৮ এপ্রিল, ২০০৭ তারিখে প্রেরিত ই-মেইলে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা সংক্ষেপে অনুবাদ করছি :  
এমাউস হচ্ছে ফিলিস্তিনের একটি গ্রাম। যেখানে যিশুখ্রিষ্ট 'পুনরুত্থান'-এর পর তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত ক'জন শিষ্যের সাক্ষাত পান। যিশুকে ত্রুশবিক্র এবং কবরস্থ করা হয়েছে জেনে তাঁরা জেরুসালেম ত্যাগ করেছিলেন। তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন না। কারণ তাঁরা তো জানেন যে, তিনি মৃত। আলোচনায় তাঁরা তাঁকে জানালেন যে, তাঁদের মহাপ্রভুর মৃত্যুতে তাঁরা কত দুঃখিত। যিশুকে তাঁরা তাঁদের বাড়িতে থাকতে অনুরোধ জানান। নৈশভোজনে বসে যিশু তাঁদেরকে রুটি ও মদ পরিবেশন করলেন যেমন তিনি 'অন্তিম নৈশভোজ' (লাস্ট সাপার)-এ করেছিলেন। তখন তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন। কিন্তু যিশু মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এতে শিষ্যগণ প্রমাণ পেলেন যে, যিশু প্রতিক্রান্তি মোতাবেক 'পুনরুত্থিত' হয়েছেন এবং তাঁদের মৃত্যুর পর এই নতুন স্থান সম্পর্কে তাঁদেরকে আশাবিত্ত করে গেলেন। খ্রিস্টান বিশ্বাসের এটি হলো মূল ভিত্তি। এ জন্য আবে পিয়ের তাঁর সম্প্রদায়ের নামকরণ করেছিলেন এমাউস। এঁরা অর্থাৎ গরিব দুঃখী মানুষ একত্র হয়ে অধিকতর দুঃস্থদের জন্য কাজ করে প্রকৃত মানবসত্তায় তাঁদের পুনরুত্থিত করে দিতে পারেন এটি ছিল তাঁর স্থির বিশ্বাস। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এমাউস ইন্টারন্যাশনাল বর্তমানে ৫২টি দেশে ৫২৬টি শাখায় সমন্বিত।

## ACTIVITIES OF THE FRENCH SUPPORT COMMITTEE FOR GONOSHASTHAYA KENDRA, 1972-2007

We are celebrating the 35<sup>th</sup> anniversary of the founding of Gonoshasthaya Kendra (G.K.), which began as the Bangladesh Hospital in Agartala, India, during the Bangladesh Liberation War. The field hospital was the result of the work and sacrifice of six doctors and about 10 collaborators.

One of them, Dr. Zafarullah Chowdhury, went to France in 1972 and met the legendary social and religious personality Abbé Pierre. Abbé Pierre, who died recently, was a great man, and we start this short paper about French support for G.K. by honoring his memory. Abbé Pierre became one of three key people – the others being Lucien Bigeault and Bernard Jarousse – in the development of the French Support Committee (FSC) for G.K.

When Abbé Pierre decided to give a grant to Dr. Chowdhury, he said: "I am giving you money collected from our poor people in France for the poor and destitutes of Bangladesh. Remember always that the poor should be the beneficiaries of this donation."

One year before this meeting, Abbé Pierre had been invited by the Prime Minister of India, Indira Gandhi, to visit the camps in and around Calcutta where refugees fleeing the fighting in East Pakistan had settled. Abbé Pierre was shocked by the terrible conditions he witnessed there. He was 60 years old at that time.

During the last days of the Bangladesh Liberation War, Abbé Pierre went back to France to lecture around the country about the tragic situation in Bangladesh. The government of France sold Pakistan arms and so was in favor of Pakistan. As a result, the news media was not reporting much about the Bangladesh Liberation War.

Abbé Pierre directed the members of his organization, Emmaus, to write letters to the 34,000 mayors of France's towns and cities, large and small, urging them to support relief work in Bangladesh. Members of Emmaus also personally collected money for the refugees. Soon after Abbé Pierre returned to France, however, the war started ended and the refugees went back home.

Abbé Pierre's speech made a very strong impression on Lucien Bigeault, an employee of TransWorld Airlines who had heard Abbé Pierre's presentation in his church. Lucien himself started collecting money in the churches of Bagneux, the town where he lived. Lucien donated the money to Emmaus. With the help of the local mayor and representatives of a few organizations, Lucien also collected money in the streets and shopping mall areas in March 1972, which he donated to Emmaus for purchasing milk powder for school students in Bangladesh. To introduce the people of Bagneux to the people of Bangladesh, Lucien invited an official who had defected from the embassy of Pakistan and who then was representing Bangladesh per interim. The official came to Bagneux with two other Bangladeshis, one of whom, an engineer, was a school friend of Zafarullah Chowdhury. The engineer soon returned to Bangladesh and gave Lucien's address to Zafarullah Chowdhury.

Since the days of the French Revolution, the French people have upheld the slogan "Liberty, fraternity, and Equality" and have always believed in equality, and this sense of justice underlay the establishment in 1972 of the French Support Committee (FSC) for G.K. – or, as it is known in French, **Centre de Savar - G.K.** was attempting to self-finance the development process, and also was attempting a lot of urgent relief and development activities with international aid from outside the country. Bangladesh was a war-torn country with a very fragile economy, which was

wracked by famine, cyclone, flood, cholera outbreaks, crime, corruption, cheating and black marketeering through the unguarded border with India. During this period, the French citizens with their small support committee took up the cause of supporting G.K., as well as Bangladesh itself, as if this was their own cause.

In August 1972, Lucien received from Zafrullah Chowdhury a proposal for a People's Health Centre in Savar. Lucien replied that he was very interested in the project and although he had no money of his own to donate, he would inquire as to whether sufficient funds could be found. He knew that not all the funds collected for Bangladesh relief and given to Emmaus had been used. And so he decided he would place the matter before Abbé Pierre.

Zafrullah Chowdhury decided to come to Europe in September, to meet people who helped during the Liberation War. He first visited Holland and England, and then, along with two Dutch volunteers, came to Paris in mid-September. Lucien took them to meet Abbé Pierre at Charenton, in an old church, where Abbé Pierre was living at that time. He asked a lot of questions to determine whether Zafrullah Chowdhury was trustworthy and his project sound. He then said he would make a proposal to his board meeting the next day. The Emmaus board approved, and Abbé Pierre then telephoned Oxfam, the British NGO, to ask whether it would also contribute money to the project. Oxfam agreed. The support of Emmaus and Oxfam allowed the People's Health Center to build a hospital in Savar.

Thirty-five years later, Lucien Bigeault wrote, "This was the start of an incredible story, and it changed our lives completely!"

On 12 December 1972, Lucien Bigeault, Bernard Jarousse and friends such as Prof. Alexandre Minkowski (1915-2004) founded the French Support Committee to help the

development of G.K.'s work in health and medicine, primary education for the children of destitute families, and preparation for, and recovery from, natural disasters. The FSC support has continued for decades.

At the same time, Emmaus founded a central committee for establishing town "twins" (sister cities) between France and Bangladesh. During the Christmas period, members of these committees chartered a flight to come to Bangladesh. For instance, Bordeaux, a major French city, was twinned with Chittagong, Bangladesh's second largest city. (This author was a member of the Chittagong committee.) Bagneux, where Lucien Bigeault lived, the Emmaus established a sister city relationship with Savar.

One of the female members of the Bagneux-Savar committee gathered 200 Kgs of medicines from the hospital where she was working, and this medicine became the first direct assistance sent by the Bagneux committee to Savar. At that time, Abbé Pierre visited Bangladesh and met with Prime Minister Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

In 1976, after Emmaus determined that most of the money going to twin towns in Bangladesh was going to elites, almost all the town twinning committees were disbanded. However, the Bagneux-Savar committee remained in contact with G.K.

In the beginning, the FSC sent support from France and they had rather indirect contacts with Savar. On 19 January 1977, Zafrullah Chowdhury wrote a letter to the FSC, a day after a journalist from a French daily newspaper had come to see him. (This author is acquainted with the journalist.) This was M. Gerard Viratelle of *Le Monde*. He visited the border areas during the Liberation War, and was aware of the effort and trouble that went into the establishment of the field hospital in Agartala during the war, and after the war, the People's Health Center in Savar. In the letter, Zafrullah Chowdhury insisted that the members of the FSC visit the

People's Health Center personally, and added jokingly, "or I won't write you anymore!"

In November, Lucien Bigeault and Bernard Jarousse came to Bangladesh for the first time. They also sent a generous sum of money to the German charity Action Med - 10 to purchase medicines at a discounted price.

In this way, the time passed and the 1980s approached. These were very important years in the history of Bangladesh as well as in the world. In March 1982, martial law was declared in Bangladesh. Earlier, in January, Gonoshasthaya Kendra in Savar organized an international conference on North-South technology transfer. Prof. Alexandre Minkowski, honorary president of the French Support Committee, joined in this conference. On 18 June 1982, the new Drug Policy in Bangladesh was announced. Prof. Minkowski and his colleagues congratulated the Government of Bangladesh for this daring step, which, according to him, was fully in line with the policies of the World Health Organization and which set a positive example for the developing countries. Also in the 1980s, an effort began to establish an institute of medical sciences at G.K. On 18-20 April 1983, a workshop was organized in the area of Bordeaux, France, in collaboration with CIDESSCO, with the participation of rural health science specialists from the United States, Africa and Europe. In 1984, a terrible incident occurred at G.K., when Gono Pharmaceutical Limited - G.K.'s factory for the production of essential medicines -- was attacked. The attack allegedly was instigated by international pharmaceutical companies, unhappy with the National Drug Policy.

On the 24<sup>th</sup> April 1984, Lucien and Bernard expressed their sympathy in a letter, highlighting the importance of their struggle, to Zafrullah Chowdhury. On 14 March 1986, Lucien sent a long letter in which he dealt vividly with the various problems of G.K.'s activities and their possible solutions. In

the meantime, due the efforts of the FSC, the French government offered to G.K. staff a scholarship for studying in Paris. In the fall of 1987, Rokeya Parveen Nilu of the Vaccine Laboratory went to France on the scholarship. Later in the house of Bernard Jarousse, Rokeya Parveen Nilu presented Bengali food, which the French gourmets enjoyed. One of the guests at that party was Gisèle Briole, who worked at G.K. as a nurse in the 1970s.

Also during the 1980s, Zafrullah Chowdhury went to Paris and met Abbé Pierre for the first time in a decade.

In the 1990s, G.K., but received a great international recognition. In 1992, G.K. was honored with the Right Livelihood Magsaysay Award. The FSC sent a warm letter to Zafrullah Chowdhury and other doctors and G.K. workers congratulating them for what the much-deserved honor and for their approach to life, which the FSC members heartily supported.

The FSC was trying hard during this time to get publicity in France and Western Europe, to collect money for the different activities of G.K. and in particular for the educational programs of Gono Pathshala. In February 1994, a group from the FSC came to Savar and they visited the project areas and encouraged their friends in Bangladesh. In April 1995, Zafrullah Chowdhury, with his wife Shirin Huq, went to Paris, and they repeated the visit in September 1996 along with their child, Bareesh.

One year later, the FSC members joined their G.K. friends at Savar and in one photograph we see Lucien Bigeault, Prof. Minkowski, Dr. Qasem Chowdhury and Andrew Rutherford, another participant in G.K. activities on behalf of One World Action, a London-based organization. During this time, Abbé Pierre wrote a letter of encouragement and congratulation. He said that when he had visited the refugee camps around Calcutta, he had been 60 years old. Some 25 years later, he

expressed his happiness that the donation by Emmaus to G.K. and the work of their sympathetic French friends had produced a successful result. He congratulated founders and workers of G.K. and members of the FSC for their earnestness and devotion in the exemplary humanistic activities. He further wrote:

"In my daily Prayer, I keep you all, French and Bangladeshis, deep in my loving heart. That the mystery of the Eternal Love, with which, in spite of all our Differences, we do know that our will of Love is coming, be in you all, keeping you full of Courage, and Joy."

It seems that Abbé Pierre's benediction helped the activities of G.K. to succeed. The third millennium started with new problems and possibilities. There were worldwide political subjugation and economic exploitation, and internal social conflicts, which made the human condition very difficult and intolerable.

The French friends decided in the meanwhile to extend their helping hands elsewhere. They thought that the demand of Bangladesh was also less urgent than in the past. And yet, they continued their support mostly through annual visits to Savar.

But by the beginning of 21<sup>st</sup> century, we find another special recognition from France. (Unfortunately, this was not well publicized in Bangladesh.) On 12 May 2001, a road in the township of Saint Mathurin sur Loire was named **Rue de Savar Bangladesh**. Zafrullah Chowdhury attended the dedication ceremony. Also in the same town, a small replica of Bangladesh's Independence War Memorial was installed.

Later, when Lucien's wife Monique visited G.K., she took lessons in carpentry in the wood workshop of the village women who work in the G.K. Nari Kendra. In 2000, the FSC members attended an international conference held at GK, the People's Health Assembly. Some G.K. staff, such as Shishir

and Dulal, also visited France to explain their latest course of activities and to warm up the whole relationship.

In conclusion, we can summarily present the FSC-G.K. joint efforts in the field of social development. From 1976 on, FSC has supplied full financial support for the expenses of Gono Pathshala, i.e. the People's Primary Schools. Today, there are 98 such institutions in the Chittagong Hill Tracts, 68 in the char areas, 7 are in islands in the southern coastal areas, and 14 in the flood-affected areas, upholding the G.K. slogan, "Only education can free people from poverty." These schools are very active in propagating gender equality, better livelihood for the students and the communities where they live.

There is also provision for residential dormitories for about 250 students.

Recently, the FSC extended its helping hand in another very important field: the protection of seeds in the hilly areas. In 2006, 1,691 storehouses for seeds were constructed with the financial help of the FSC. The FSC also paid the salaries of 40 teachers in tribal areas, and tried to procure financial assistance for the benefits of the elderly, and obstetric nurses. The FSC also extended their help for the G.K. project of supplying arsenic-free water by fixing closed circle water filter on the tubewell.

From 2007 on, for five years, the FSC has agreed to fund the buildings of 15 Gono Pathshala schools in the char areas. Special cultural exchange activities have been established with Mahatho tribal primary schools. A group of French boys and girls from Cher, France, have already visited such remote areas and they have continued to exchange pictures and cards among them.

Joy Bannerjee, a member of the support committee and media man from Paris, came to G.K. to make a film for wider audiences (During the 1960s, in Paris, this author has a very

close relationship with parents of Joy Bannerjee, who were from West Bengal.)

From 1972 to 2006, one person above all others offered selfless service to create this exceptional organization. He is Lucien Bigeaault. After he retired, recently, Jacques Lejeune became president of the FSC. It is heartening to note that the new committee approved all the activities of G.K. and has promised to keep its commitments. We wish to conclude here our short report by expressing the hope that the friendship between G.K. and the French Support Committee will continue forever.

[ Translated from the Bengali. The original is slightly different in spirit and content. Prof. Quershi, the author, is head of the Department of Language, Communication and Culture and Dean, Basic and Social Sciences, at Gono Bishwabidyalay (People's University). He joined this post-retirement assignment from public universities like la Sorbonne, Universities of Chittagong and Rajshahi in 1998, a few months before the founding of the university, and met Lucien and Bernard the same year in Savar. ]

## OPEN LETTER FROM LUCIEN BIGEAULT

Dear Zafrullah, Qasem, Shofique Khan and all our GK friends and GK workers!

I do know how important is this 35th anniversary celebration for you all as it is for us too. As the founder and since April last year, the Honorary President of our GK French Support Committee, I am very sad not to be with you today. I can also guess and understand your disappointment. Even though my heart condition is stabilized, this long airplane journey and the extreme hot weather that you experience at this time of year could put me at risk. Please pardon me and be sure that I am with you with my heart and my memories.

I was very happy that our new President, Jacques Lejeune with his wife, Marie Noelle, both faithful members of our Committee, had decided to come in the name of all our members to share your joys and deliver a vivid testimony of our friendship. Unfortunately and unpredictably they had to cancel their trip for personal reasons. They are really very sad and regretful. Having been closely involved from the very beginning to GK history our Committee new board, gave me the task to remind you and your invitees some of the historical details of this unpredictable encounter. How come a few Frenchies and a dozen Bangladeshies, living so far away with so many cultural differences, managed to build a 35 years friendship?

35 years ago after a devastating and cruel war, a new nation was born, Bangladesh. It is Father Pierre's appeal, after his visit in the refugee camps near Kolkota that motivated me to do something positive to help feeding the Bengali refugees in India. In April 1972, with my long time friend, Bernard Jarrousse, we organised a fund collection in our hometown near Paris. I invited a young Bangladeshi engineer, being trained in France, to come and meet our fund collectors. He

asked for my address. By chance, it happened that upon his return to Dhaka, he met one of his university friends, young Doctor Zafrullah Chowdhury, who was seeking contacts in Europe to find funds to help him build the GK Savar hospital building. He gave my address to Zafrullah and that's how, in August 1972, I received in my mailbox a document describing the 'People health Centre' project. Even though I was very much enthused by this very innovative public health project planned by a team of pioneering and dauntless Bangladeshi doctors, unfortunately our small group of militants had no money to offer. However I answered back: "we like your project, we have no money but will do our best to find some" This is how I thought of Abbe Pierre who had raised funds for the Kolkota refugee camps. Victory came on December 16th 1971 much earlier than expected, so refugees rushed back to their villages and most of money collected by Abbe Pierre could not be used. I contacted Abbe Pierre and, when Zafrullah came to Paris in September 1972, a meeting was organized. After a very tight questioning of Zafrullah, making sure the money given by the poor people of France would really reach the poor people of Bangladesh, Abbe Pierre, in full confidence, agreed to provide half of the required funds. Oxfam UK gave the other half of the money. On December 12th 1972, we decided to transform our informal little group into a formal NGO certified by French Government with no other objective than to support GK, still in its childhood but already full of energy and growing fast.

We were convinced that the People Health Centre project was essential to build an innovative and so much needed public health system for the new nation of Bangladesh. An integrated development project as proposed by GK with people participation, was something we were all dreaming of in our little group of militants and this is why we heartily decided to support it. To be honest, after meeting in Paris a

man so bright and so strongly convincing as Zafrullah, it was impossible for us not to start campaigning for his project. We decided to give GK our full support but just for 5 years, however 5 years by 5 years. Zafrullah managed cunningly to keep our Committee working for GK 35 years later. Of course, our little group grew up and through the years managed to collect significant funds to support specific GK development programs and for relief and rehabilitation operations after destructive floods and cyclones. Through partnership with European NGO's like "War on Want" and "One World Action", we were (and GK) quite happy to see our funds more than doubled by European Union cofinancings. Beyond collecting funds, we did also our best to make GK innovative activities widely known in France through magazine and newspaper articles, films and conferences. At the same time we lived with emotion all the bad and good times of GK, shared your sadness when Nizam was assassinated in Shimulia in 1976 or when GPL was attacked in 1985 not to mention the difficult time of 1990 but also shared your enthusiasm and pride for GPL success, for the bright victory ending the fierce battle of the new drug policy implementation in 1982, for the Magsaysay prize in 1985 The Right Livelihood award in 1992, and the opening of Gono University in 1998, almost 13 years after the many conferences and workshops that took place in France and Bangladesh thanks to the French Government financial support that we managed to secure. The training in France of Gita, Ira, Rhaman, Niloo, Nittish has been another way to tighten our "family" links thanks to the fact they had to learn French language and could meet and discuss with many Committee's friends all over France. Twenty years later they still can understand and speak our language ! Bravo !

GK is certainly unique in the worldwide NGO community to have pioneered primary health care, health insurance,

generic drug promotion and production, a national new drug policy, antibiotic raw material production, women empowerment, primary education and health care in the poorest and most remote areas of the country and, at the same time, setting up a "University with a difference". GK influence has been felt much beyond Savar Thana borders, up to national and international levels. When in December 1972, one of our Committee's militant, a young lady doctor, visited Savar, GK consisted only of a few tents and a dozen of highly motivated women and men working together providing basic health care to endless lines of patients. Who could have guessed then what GK would be like today. What an achievement!

Political, economical, social, environmental backgrounds have changed a lot since 1972. GK is now facing new challenges, overpopulation, fierce competition in the pharmaceutical and textile industries, new ideas and concepts in ways of fighting poverty, sickness, and malnutrition not to speak of the climate changes ahead. The militant pioneers, those who fought in 1971 and dreamt of building a Bangladesh with justice and health for all, have done a great job often at the cost of their personal lives and aspirations. They still have the important task of passing on the stick to a new generation of militants so as to keep GK ideals alive but also adapted to efficiently confront those new challenges to come.

In the name of all the donors of the French Support Committee to GK that have closely supported with their heart and money your incredible adventure giving hope and pride to millions of poor Bangladeshis, I would like to say how much we have been privileged to work for you, to work with you, how much we have learned from you, how much you have opened our eyes and our hearts! We are very proud to be your friends. I would like to associate in my wishes the generous

women and men who have worked hard in support of GK in our Committee and who have left us for ever, Henri and Suzanne Deluce, Renee Guihaume, Father Pineau from St Mathurin sur Loire support committee, John Pearson, of the South-West France GK support Committee, Gaston Riviere, known as Toto, Professor Alexandre Minkowski and of course, Father Pierre who left us last January and was at the very start of this incredible adventure. They will remain alive in our memories forever.

If our members have given so much of their free time and money in support of GK programs during so many years I think the only reason is the confidence they kept in GK to remain faithful to its original ethics, the betterment of lives of the poor people of Bangladesh. As we all agreed in the Peoples Health Assembly, held in December 2000 in the same building where you are sitting now, "We all share a vision where equity, ecologically-sustainable development and peace are at the heart of our vision of a better world, a world in which a healthy life for all is a reality, a world that respects, appreciates and celebrates all life and diversity, a world that enables the flowering of people's talents and abilities to enrich each other, a world in which people's voices guide the decision that shape our lives". We do share this vision with you all.

Many thanks with our heartfelt wishes to you all. Long live GK !

Lucien

— who could not have given so much spare time to GK without the strong support of Monique, his beloved wife.

If time is still available, please pass on a special thought and wishes to share between Shanda, Kanon, Gita Kar, Ira Kar, Niloo, Baharzan, Saida, Rahman, Batcha, Babu, Sarker, Mazeda, Phizoo, Doctor Laila, Shishir, Dulal, Dr Monzu, Dr Kadir, Delwar, Anil and Rekka, and many others I have had pleasure to meet in Savar or in other subcenters.



ACTIVITIES OF THE FRENCH SUPPORT COMMITTEE  
FOR GONOSHASTHAYA KENDRA



French Support Committee to GK 25th anniversary  
29th November 1997 in Paris  
Lucien Sigault, president, Professor Alexander Minkowski, Honorary  
president  
Doctor Quam Choudhury, GK executive Director  
Andy Rathford, project director One World Action, our partner



May 12th 2001  
Left to right  
Charles Meignan, Saint Mathurin GK Committee  
president, Zafrullah, Jean-Marc Verchère, mayor  
and Antoine Guchaumé, vice-president.



May 12th 2001  
Inauguration of Savar Street in Saint-Mathurin sur  
Loire, Dr Zafrullah Chowdhury shaking hand with Jean-  
Marc Verchère, the city mayor.



23th March 1993  
left to right  
Doctor Zafarullah Chowdhury, Bernard Jarrasse,  
Abbe Pierre, Shireen Haq, Lucien Bigault  
In Estavilla, where Abbe Pierre has been buried.

## Centre de SAVAR BANGLADESH



**Le développement en marche  
au service des plus pauvres**